ঝিনাইদহে বিএনপি নেতা জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তদন্ত কমিটি গঠন

ঝিনাইদহের মহেশপুরে আত্মগোপনে থাকা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথাকে ভারতে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগ ওঠে উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার বিরুদ্ধে।

এ নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় ‘লীগ নেতাকে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগ বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এ ঘটনায় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি। গতকাল রবিবার রাতে জেলা বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক সাকিব আহমেদ বাপ্পী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, দৈনিক কালেরকণ্ঠসহ বেশ কয়েকটি জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিকে মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার বিরুদ্ধে জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু মালিথাকে ভারতে পালানোর সহযোগিতার অভিযোগে সংবাদ প্রকাশিত হয়। অভিযোগের বিষয়টি তদন্তের জন্য জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. দবির হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. শাহজাহান আলী ও সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেনকে দিয়ে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো। এছাড়াও আগামী তিন কার্য দিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা হয় ওই প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার রাতে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজুলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। এই খবর পেয়ে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে স্থানীয় জনতা। পরে বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পালাতে সহযোগিতা করে।

এ ঘটনায় এলাকার মানুষের মাঝে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে। এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে গতকাল রবিার দুপুরে

ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া।

আসামি ভিডিও কলে দেখাচ্ছেন বাড়িতে, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

দুইটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। ভিডিও কল করে গণমাধ্যমকর্মীদের দেখাচ্ছেন তিনি বাড়িতে অবস্থান করছেন। অথচ পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। পুলিশ বলছে, তিনি পলাতক রয়েছেন। এ নিয়ে জেলাজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার দুপুরে ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা মেসেঞ্জার-হোয়াটসঅ্যাপের ভিডিও কলে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের দেখাচ্ছেন তিনি বাড়িতে অবস্থান করছেন। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়। পরে ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার গ্রামের বাড়ি কালীগঞ্জ উপজেলার নরেন্দ্রপুর গ্রামে যায় স্থানীয় থানা পুলিশের সদস্যরা। তবে সেখানে তাকে খুঁজে পায়নি পুলিশ।

অথচ পুলিশ তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। মিঠু মালিথার বিরুদ্ধে গত ৪ আগস্ট কালীগঞ্জে বিএনপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় দুটি মামলা রয়েছে। গত ৫ আগস্ট থেকে সে পলাতক রয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, গত শুক্রবার রাতে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজুলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা। এ খবর স্থানীয়রা জানতে পেরে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে। পরে মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসে পালাতে সহযোগিতা করে।

এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হলে আজ রবিার দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেন বিএনপি নেতা জিয়াউর

রহমান জিয়া।

এদিকে সংবাদ সম্মেলন চলাকালীন স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতা আনিচুর রহমান মিঠু মালিথা ভিডিও বার্তা পাঠিয়ে দাবি করেন, ‘আমি কোথাও পালায় নি। আমি আমার গ্রামের বাড়িতেই আছি। ভিডিও কলে তিনি বাড়িতে থাকার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন।’

সাংবাদিকদের ভিডিও কলে বাড়িতে থাকার সংবাদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার হওয়ার পর থেকে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে জেলাজুড়ে। দুইটি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি বাড়িতে থাকার ভিডিও দেখালেও পুলিশ কেন তাকে গ্রেপ্তার করছে না।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার বলেন,‘স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু মালিথা বাড়িতে আছে এটা গুজব। বিভ্রান্তি ছড়ানের জন্য সে এমনটা করতে পারে। পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়েছিল তাকে খুঁজে পাইনি।’

তিনি আরো বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে আমাদের থানায় দুটি মামলা আছে। শুনেছি ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ৫ আগস্টের পর থেকেই পলাতক রয়েছে।’

ঝিনাইদহে এক লেবুর দাম ২০ টাকা

রমাজনের প্রথম দিন থেকেই ঝিনাইদহে দাম বেড়েছে সব ধরনের সবজির। প্রয়োজনীয় সবজি বেশি দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন ক্রেতারা। মাঝে কয়েক দিন দাম কমলেও গত দু-তিন দিনের ব্যবধানে কয়েকটি সবজির দাম কেজিতে ২০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে।

রবিবার (২ মার্চ) সকালে শহরের নতুন হাটখোলা ও ওয়াপদা বাজার ঘুরে দেখা যায়, পটল ও ঢেঁড়স এই দুইটি সবজির দাম শতক ছুঁয়েছে।

এ ছাড়া অন্যান্য সবজি কিনতে ক্রেতাকে গুনতে হচ্ছে ৪০ থেকে ৮০ টাকা। সবজির মধ্যে প্রতি কেজি আলু ২৫ থেকে ৩০ টাকা, পাকা টমেটো ৩০ থেকে ৪০ টাকা বিক্রি হচ্ছে। করলা ১০০ থেকে ১২০ টাকা, ঢেঁড়স ১২০ থেকে ১৪০ টাকা, বিভিন্ন জাতের বেগুন ৫০ থেকে ৮০ টাকা, পটল

১০০-১২০ টাকা, বরবটি ১০০ টাকা পেঁপে ৪০ টাকা ও শসা ৫০ থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বিক্রেতারা বলছেন, গত কয়েকদিনের ব্যবধানে প্রতি হালি লেবু ৩৫ টাকা থেকে দাম উঠেছে ৮০ টাকা পর্যন্ত, শসা ৪০ টাকা কেজি থেকে দাম বেড়ে হয়েছে ৭০ থেকে ৮০ টাকা। ইফতারে ব্যবহার হয় এমন অনেক পণ্যের দাম বেড়েছে গত দুদিনে।
খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, ব্যবসায়ীরা বড় আকারের এক হালি লেবুর দর হাঁকছেন ৮০ থেকে ৯০ টাকা। অর্থাৎ প্রতি পিস লেবু ২০ টাকা। আকারে ছোট লেবুর পিস কেনা যাচ্ছে ১২ থেকে ১৫ টাকায়।

আব্দুল খালেক নামের এক ক্রেতা বলেন, বাজারে সব কিছুর দাম অনেক বেশি। ৭০-৮০ টাকার নিচে কোনো সবজি নেই। পাশাপাশি মাছ-মাংসের দামও অনেক। তাই, সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

তোফাজ্জেল হোসেন নামের এক ক্রেতা বলেন, ‘অন্য দেশে দেখি রমজানে পণ্যের দাম কমে যায়, কিন্তু আমাদের দেশে এর উল্টো ঘটে। রমজানে যে হারে জিনিসের দাম বাড়ছে যা সীমার বাইরে। এখন ১ হাজার টাকা নিয়ে বাজারে আসলে কিছু কেনায় হয় না।’
এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের বলেন, ‘রমজানে যেন বিভিন্ন পণ্যের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে সেজন্য আমরা কাজ করে যাচ্ছি। পণ্যের দাম তো অনেক কারণে বাড়ে। তবু আমাদের তদারকি চলছে যেন কেউ অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে না পারে।’

স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে পালাতে সহযোগিতা করলেন বিএনপি নেতা

ঝিনাইদহ জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আনিচুর রহমান মিঠু মালিথাকে ভারতে পালাতে সহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার বিরুদ্ধে।

এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলছে নানা আলোচনা-সমালোচনা। বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগসহ মিঠু মালিতার বিরুদ্ধে কালীগঞ্জ থানায় দুইটি ও ঢাকায় একটি মামলা রয়েছে।

জানা গেছে, গত ৫ আগস্টেও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অঅওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে মিঠু পলাতক ছিলেন। সবশেষ গত কয়েকদিন ধরে স্বেচ্ছাসেবক লীগের এ নেতা জেলার মহেশপুরে অবস্থান করছিলেন। ওই এলাকায় থাকার সময়ে উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়ার আশ্রয়ে থাকতেন তিনি। স্থানীয় কয়েকজন বিএনপি নেতা জিয়ার অফিসে তাকে বসতে দেখেছেন বলে জানান।

গত শুক্রবার ভারতে পালিয়ে যাওয়ার জন্য উপজেলার বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা হাফিজুলের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা মিঠু মালিতা। খবর পেয়ে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলে স্থানীয় জনতা। পরে বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়ার লোকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে পালাতে সহযোগিতা করে। এ ঘটনায় এলাকার মানুষের মাঝে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এলাকার এক বাসিন্দা জানান, ৫ আগস্টের পরে মহেশপুর উপজেলা পরিষদের সামনে কয়েকদিন মিঠু মালিথাকে দেখেছেন। বিএনপি নেতা জিয়াউর রহমান জিয়ার সঙ্গে বেশ সখ্যতা আছে মিঠু মালিথার। ৪ দিন আগেও বিএনপি নেতা জিয়ার সঙ্গে তাকে মহেশপুরে দেখা গেছে।

জেলা কৃষকদলের সদস্য মোহাম্মদ উল্লাহ শাওকী তার ফেসবুক আইডিতে লেখেন, ‘৫ আগস্ট আওয়ামী সরকারের পতনের পর মহেশপুর বর্ডার দিয়ে একাধিক ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের নেতা এবং কর্মীরা ভারতে পালিয়ে গেছে বলে গেছে বলে জানা গেছে। এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার মহেশপুরের বোয়ালিয়া গ্রামের সাবেক পুলিশ সদস্য হাফিজুলের বাড়িতে পাচারের জন্য প্রস্তুত ছিল জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি, কালীগঞ্জ উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মিন্টুর ক্যাডার নামে পরিচিত মিঠু মালিথা। খবর পেয়ে এলাকার জনসাধারণ বাড়িটা ঘিরে ফেলে এবং তাকে পুলিশে দেওয়ার জন্য খবর দেয়। কিন্তু আগেই খবর পেয়ে শীর্ষস্থানীয় সুবিধাভোগী নেতারা দ্রুত সেখানে ছুটে যায় এবং জনগণের কাছ থেকে মিঠু মালিথাকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাকে পালাতে সাহায্য করে। এ ঘটনায় প্রশাসন কেন নীরব ভূমিকা পালন করছে তা রহস্যজনক।’

মহেশপুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান জিয়া বলেন, ‘৫ আগস্টের পর মিঠু মালিথার সঙ্গে মহেশপুর শহরে কয়েকবার দেখা হয়েছে। শুনেছি তিনি এখানে তার খালাতো ভাইয়ের বাড়িতে থাকতেন। তাকে ভারতে পালাতে আমি কোনো সহযোগিতা করিনি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা আমাকে নিয়ে অপপ্রচার চালাচ্ছে।’

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ওসি ফয়েজ উদ্দিন মৃধা বলেন, ‘বোয়ালিয়া গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা অবস্থান করছিলেন এমন খবর স্থানীয়রা জানায়। পরে পুলিশ ওই বাড়িতে গিয়ে তাকে পাইনি।’

ঝিনাইদহে দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৫০

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের দফায় দফায় সংঘর্ষে অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন।

শনিবার (১ মার্চ) সকালে উপজেলার রয়েড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে আহতদের নাম-পরিচয় জানা যায় নি।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই গ্রামের ইউপি সদস্য আবু সালেহ মুসার সাথে একই এলাকার মোকাদ্দেস হোসেনের সমর্থকদের বিরোধ চলে আসছিল। শুক্রবার রাতে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে মুসার সমর্থক আকমলের সাথে মোকাদ্দেসের সমর্থক সুজনের বাক-বিতণ্ডা হয়। এরই জের ধরে শনিবার সকালে উভয় পক্ষের লোকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।
এ সময় উভয় পক্ষের অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ বিষয়ে শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান বলেন, তুচ্ছ ঘটনায় দুই গ্রুপের সংঘর্ষ ঘটেছে। আবারো সংঘর্ষ এড়াতে ওই এলাকায় বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

বিতরণ করা হয়।

সকালে শহরের নতুন হাটখোলা, পুরানো হাটখোলা, ট বাজার, আরাপপুর, হামদহসহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যবসায়ীদের মাঝে লিফলেট বিতরণ করেন ব্যবসায়ী নেতারা। এছাড়াও মূল্য তালিকা প্রদর্শণ, অতিরিক্ত মুনাফা না করতেও ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান তারা। ব্যবসায়ীরা এ নির্দেশনা না মানলে ভ্রাম্যমাণ আদালত কোনো আইনগত ব্যবস্থা নিলে ব্যবসায়ী সংগঠন তার দায়ভার নেবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন তারা।

কর্মসূচিতে চেম্বার অব কর্মাসের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, দোকান মালিক সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান খান মিঠু, পরিবেশক সমিতির সভাপতি আহসান হাবীব রনক, সাধারণ সম্পাদক সুশীল সরকারসহ ব্যবসায়ী নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে বইয়ের দাবিতে লাল পতাকা মিছিল

ঝিনাইদহে শিক্ষার্থীদের বইয়ের দাবিতে লাল পতাকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) শহরের সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এ মিছিলের আয়োজন করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পায়রা চত্ত্বরে এসে শেষ করে। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় জেলা বাসদের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান আসাদ, জেলা সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের আহ্বায়ক শারমীন সুলতানা, সরকারি কেসি কলেজ শাখার আহ্বায়ক নুসরাত জাহান সাথী বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, শিক্ষাবর্ষের দুইমাস পেরিয়ে গেলেও সারাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষাথীরা এখনো বই পায়নি। এখন দেখা যাচ্ছে বাজারে ওইসব বই বিক্রি করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা

শিক্ষার্থীদের বই দিতে নানা রকম তালবাহনা করছে। এর মধ্যে আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হঠাৎ করে দীর্ঘ দিনের ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই শিক্ষা নিয়ে এসব তালবাহনা বন্ধ করে অনতিবিলম্বে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তারা।

মিছিলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুই শতাধিক শিক্ষার্থীরা ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে স্লোগানে স্লোগানে মুখরিত করে তোলে ঝিনাইদহ শহর।

ঝিনাইদহ হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স চালকের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের অ্যাম্বলুন্সে চালক বকুল মিয়ার বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগ দায়ের করেছেন রোগী ও স্বজনের।

জানা গেছে, বকুল মিয়া ২০০৮ সালে সদর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স চালক হিসেবে যোগদান করেন। এর পর কয়েক দফায় তাকে বদলি করা হয়। সম্প্রতি ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি আবারো সদর হাসপাতালে যোগদান করেন। এরপর থেকে নানা অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, বকুল মিয়া নিজে অ্যাম্বুলেন্স না চালিয়ে অধিকাংশ সময় তার ছেলের দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স চালান। কোনো সংকটাপন্ন রোগীকে দূরে রের্ফাড করলে তিনি ওই রোগীর স্বজনদের সঙ্গে মোটা অংকের ভাড়া চুক্তি করে অন্য অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেন। নিজের তিনটি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে তার। যা নিয়ম বর্হিভূত। এছাড়াও হাসপাতাল এলাকায় প্রাইভেট অ্যাম্বুলেন্স চালকদের নিয়ে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন। যাদের দ্বারা প্রতিনিয়িত হয়রানির শিকার হচ্ছেন রোগ ও স্বজনেরা।

আরাফাত হোসেন নামের এক রোগীর স্বজন বলেন,‘আমার বোন সদর

হাসপাতালে ভর্তি ছিল। তার অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় চিকিৎসকেরা তাকে ঢাকায় রের্ফাড করে। পরে আমারা সদর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স ঢাকায় যাওয়ার জন্য সাড়ে আট হাজার টাাকায় ভাড়া করি। হাসপাতাল থেকে কিছু পথ যাওয়ার পর দেখি অ্যাম্বুলেন্স চালক বুকুল মিয়া গাড়ী বন্ধ করে বসে আছে। আধা ঘন্টা পর ঢাকার একটি হাসপাতালের আ্যাম্বুলেন্সে আমাদের তুলে দেয়। পেও জানতে পারি ওই অ্যাম্বুলেন্স চালককে তিন হাজার টাকা দিয়েছেন বকুল মিয়া।’

অভিযোগের বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স চালক বকুল মিয়া।

এ ব্যাপারে সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এসেছে। আমরা ঊর্ধতন কতৃপক্ষের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।’

ঝিনাইদহে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক’র সাধারণ সভা

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিমিটেড ঝিনাইদহ-এর ৫৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঝিনাইদহ শহরের সমবায় ব্যাংক চত্বরের বার্ষিক সাধারণ সভা ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাহিদুজ্জামান মনা’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ও ঝিনাইদহ জেলা দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বাদশা, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ ঝিনাইদহের নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ ফারুক মিয়া, কোটচাঁদপুর উপজেলা সমবায় অফিসার মজিবর রহমান, শৈলকুপা উপজেলা সমবায় অফিসার মজিবর রহমান, কালীগঞ্জ উপজেলা সমবায় অফিসার শ.ম. রাশেদুল আলম, সদর উপজেলা সমবায় অফিসার শামিমা নাছরিন, কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক লিঃ ঝিনাইদহের সহ-সভাপতি আঃ গফুর, সদস্য আজিজুর রহমান তিতু, ব্যাংক সদস্য সৈয়দ শফিউল ইসলাম, সমবায় ব্যাংকের এসিস্ট্যান্ট অফিসার মো জাহিদুর রহমান জিহাদ সহ

অন্যান্যরা।

পরে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে ৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে মোঃ জাহিদুজ্জামান মনা সভাপতি ও মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম বাদশাকে নির্বাহী সদস্য নির্বাচিত করেন।